# নভেম্বর বিপ্লব ঐক্য, মুক্তি ও শান্তির ঐকান্তিক প্রকাশ


# গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র ( পাক্ষিক )

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | বুধবার, ১৪ই নভেম্বর ১৯৫১, ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা


## সংগ্রামী জনতার ঐক্য লৌহদৃঢ় করার শপথ লও

৭ই নভেম্বর দুনিয়ার শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর কাছে বিশেষ গর্ব্বের দিন। চৌত্রিশ বছর আগে মহান রুশ বিপ্লব পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশকে পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শোষণের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলে সেখানকার শোষিত ও লাঞ্ছিত জাতিপুঞ্জকে মুক্তি ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য্য এই দেশগত জাতিগত পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়। নভেম্বর বিপ্লব সর্ব-দেশের শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক পদ্ধতির প্রথম সার্থক বাস্তব প্রয়োগ; নভেম্বর বিপ্লব পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া শৃঙ্খল প্রথম ছিন্ন করে প্রতিক্রিয়ার এক বিরাট ঘাঁটী ধূলিসাৎ করে সেখানে শোষিত সংগ্রামী মানুষের প্রথম দুর্গ স্থাপন করে এবং ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী দুনিয়ার পাশাপাশি নবজাত সমাজতন্ত্রী সভ্যতার ভিত্তিপত্তন করে। নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের প্রথম মুক্তি এবং দুনিয়ার সংগ্রামী শোষিতদের মুক্তি পথের নির্দেশক যার ভিত্তিতেই আজ তাদের জয়যাত্রা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। নভেম্বর বিপ্লব তাই সারা বিশ্বের মুক্তিকামী শোষিত ...র অপরাজেয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ...হান গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

প্রতি বছর দেশে দেশে শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগণ এই দিন তাদের বিগত সংগ্রামের হিসাব-নিকাশ করে, সাফল্য ও অসাফল্য দোষগুণ ভুলভ্রান্তি বিশ্লেষণ করে, যাচাই করে, ও আন্দোলনের দুর্বলতা, গলদ শুধ্‌রে নতুন উৎসাহ ও দৃঢ়তা নিয়ে আবার সংগ্রামে নামে।

ভারতের শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবি জনগণ অর্ধশতাব্দীরও বেশী স্বাধীনতার জন্য লড়েছে, দেশ রাজনৈতিক-ভাবে 'স্বাধীন' হয়েছে। কিন্তু জনতা কি তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁচেছে? বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষিত জনতা দীর্ঘকাল লড়েছে; কিন্তু তাদের শত্রু কি শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদই ছিল? না। কারণ শোষিত শ্রেণীর শত্রু দেশসীমানার আড়ালে থাকে না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ যেমন তাকে শোষণ করে, দেশের শোষক শ্রেণীও সমানভাবেই তাকে শোষণ করে। কাজেই এই শোষক শ্রেণীও তার নিশ্চিত শত্রু। তাকেও যতক্ষণ না শোষিত শ্রেণী পরাজিত করে নিজের রাষ্ট্র কায়েম করতে পারছে ততক্ষণ তার মুক্তি আস্‌তে পারে না। কিন্তু তার জন্য চাই সঠিক বৈপ্লবিক আন্দোলন। কিন্তু ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় )

## সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষের, পঃ বঃ ইউ, এস, ও'র কয়েকটি দলের নির্ব্বাচনী নীতির সাথে এস, ইউ, সি'র নীতিগত পার্থক্য বর্ণনা

গত ৬ই নভেম্বর বেলা ৩টায় কলিকাতার মেট্রোপোল হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষ ঘোষণা করেন যে পঃ বাঃ, ইউ,এস, ও'র কয়েকটি তথাকথিত বৃহৎ দল ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি ; এস, আর, সংগ্রামে সবার গ্রহণ যোগ্য কর্মসূচীর স্বীকৃতিতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান জানান। সত্যিকারের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট হ'তে কংগ্রেসী শাসনের অবসানের জন্য জনগণের দৈনন্দিন রুটি, রুজী, বাসস্থান, শিক্ষা, পুনর্বাসন, নাগরিক



নভেম্বর বিপ্লবের দেশ সোভিয়েৎ রুশ দুনিয়ার জনসাধারণকে ঐক্য, মুক্তি ও শান্তির পথে ডাকছে

পি নির্বাচনী নীতির বিশেষ করের আগামী নির্বাচনে শুধু মাত্র কংগ্রেস বিরোধীতার নামে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক-মজদুর দলের সাথে মৈত্রীর প্রশ্নে সর্বপ্রথম নীতি-গত পার্থক্য দেখা দেয়। এস, ইউ, সি সত্যিকারের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের জন্য। ইউ, এস, ও'র অন্তর্গত সমস্ত দল এবং এর বাইরে যে সমস্ত প্রকৃত বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠান আছে যেমন কমিউনিষ্ট পার্টি, ডেমো-ক্রেটিক ভ্যানগাড, ফরোয়ার্ড কমিউ-নিষ্ট পার্টি, বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রী দল প্রভৃতির সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্ব্বাচনী ও গণতান্ত্রিক এবং শান্তি আন্দোলনের দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা সামগ্রিক মুক্তির সংগ্রামকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বাচণে অংশ গ্রহণ করিতে এবং নির্ব্বাচনী অভিযানের মারফৎ ধনিক-মালিক, জমিদার-মহাজন, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরের রাজ-নৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে যেমন কংগ্রেসী রাজের অবসান করতে হবে ঠিক তেমনি নির্ব্বাচণের হুল্লোরে ধনিক শ্রেণীর অন্যান্য দল ও উপদলগুলি যাতে শুধু মাত্র "কংগ্রেস বিরোধীতার" নামে জয়ী হ'তে না পারে তার কার্য্যকরী ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রচার, সভা, সমিতির মারফৎ করার জন্য আবেদন করে।

ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস. পি; এস, আর, পি; নীতিগত প্রশ্ন বাদ দিয়া কৃষক-প্রজা-দলের সাথ মৈত্রীর জন্য এতটা উদগ্রীব হয় যে ইউ, এস, ও'র প্রথম নির্ব্বাচনী সভায় (২১শে অক্টোবর, ময়দান, কলিকাতা) যখন কমরেড ঘোষ কেবল মাত্র কৃষক প্রজা দলের স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ থাকিতে বলেন তাতেও এদের ঘোরতর আপত্তি দেখা দেয়। শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য পরিষদে ও লোক সভায় কয়েকটি মাত্র আসনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ডাঃ ঘোষ, ব্যনার্জী, ভাণ্ডারীর দলের সাথে যখন নীতিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ পদদলিত করে আসনের ভাগ বাটোয়ারায় মত্ত হয়—ইউ, এস, ও'র পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভায়, এস, ইউ, সি'র প্রতিনিধি পার্লামেণ্টারী সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং এস, ইউ, সি'র প্রার্থীদের তালিকা প্রত্যাহার কালে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষনা করেন যে জনসাধারণের স্বার্থ দলনকারী দলের সাথে মৈত্রী জন-স্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। এ জাতীয় সুবিধাবাদী আচরণের সঙ্গে এস, ইউ, সি কোন সম্পর্ক রাখিবে না।

জনসাধারণের স্বার্থ ধনিক শ্রেণীর দালালদের সাথে মিলিত ভাবে বিসর্জন দেওয়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিও এগিয়ে এসেছে। এরা কৃষক—প্রজাদলকে নিয়ে এমন মাতামাতি করছেন যাতে জন সাধারণ প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসী দালাল কৃষক প্রজা দলকে বামপন্থী বলে ভুল করে।

( শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় )

# ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রের প্রথম মৃত্যু পরোয়ানা জারী

# নভেম্বর বিপ্লব ধনিক আধিপত্যের প্রতিরোধ গড়েছে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

নেতৃত্বের দুর্বলতার ফলে দেশের শোষক শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিবাদী শ্রেণীই উভয়ের সাধারণ শত্রু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব অধিকার করে নেয় এবং শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের হাত হ'তে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে।

এ গেল সংক্ষেপে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান গলদ। ১৯৪৭ সালের পরেও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম তার সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারছে না, নানা ভুল, বিভ্রান্তি ও মতবাদিক দেউলিয়াপনার আবর্ত তার বৈপ্লবিক অগ্রগতি রুদ্ধ করে রাখছে।

এর কারণ কি? কারণ খুব সুস্পষ্ট। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম সঠিক লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে হলে প্রথমেই অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন, শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা বিপ্লবী দল, যে দল মার্কসবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মতবাদিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগে ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের পথে শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিত জনতাকে পরিচালনা করতে সক্ষম। বিপ্লবী দল বৈপ্লবিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবে ও তার ব্যবহারিক বাস্তব রূপ দেবে সংগ্রামের মধ্যে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মার্কসবাদ সম্মত বিপ্লবী দলই—যে দল সমগ্র দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকে সফল নেতৃত্ব দেবে—তা আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। শ্রমিক শ্রেণীর তথাকথিত নেতৃত্বই যেখানে শোচনীয় ও চূড়ান্তভাবে মতবাদিক বিভ্রান্তি ও দেউলিয়াপনা এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কার্য্য পদ্ধতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, ক্রমাগত ভুল ভ্রান্তি দিয়ে জনতার সংগ্রামকে বিপর্য্যস্ত করে চলছে, সেখানে অগণিত জনগণের বিভ্রান্তি ও অনুমান করা কঠিন নয়। 'বিপ্লবী মতবাদ ব্যতীত কোন রকম বিপ্লবী আন্দোলন চলতে পারে না'। কাজেই এই পঙ্কিল অবস্থার অবসান করতে হলে প্রথম কথাই এসে যাচ্ছে—খাঁটি মার্ক্সবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে, এবং তা সম্পূর্ণ গোড়া থেকে ও সঠিক বৈজ্ঞানিক পন্থায়। যত কঠিনই হোক না কেন, এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেই হবে, কোন বিপ্লবী তা এড়িয়ে চলতে পারে না ও বিপ্লবী আন্দোলনও তা না হ'লে এগোতে পাবে না এবং সে জন্য ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে।

বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে শোষিত শ্রেণী সংগ্রাম করে শোষণের অবসান করতে এবং সমাজ বিপ্লব ক'রে শোষক শ্রেণীর রাষ্ট্র ভেঙ্গে ফেলে নিজেদের রাষ্ট্র কায়েম করে। তাদের এই বিপ্লবের প্রস্তুতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে গড়ে তোলে। এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যা জনসাধারণের দৈনন্দিন দাবী দাওয়া, সুখ সুবিধার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রকাশ। বর্তমান শোষণমূলক সামাজিক কাঠামোর ভেতরই জনতা নিজেদের সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সীমাবদ্ধ অধিকার পায় তা রূপ নেয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। বলা বাহুল্য, বিপ্লব করে নিজেদের রাষ্ট্রকায়েম করতে না পারলে প্রকৃত সুখ শান্তি কোন দিনই আসবে না। কিন্তু শোষণকারী পুঁজিবাদী সরকার—গণতান্ত্রিক সরকার - জনতার যা একান্ত গণতান্ত্রিক অধিকার সে সবও একে একে যথাসাধ্য নিশ্চিহ্ন করে কেড়ে নিতে থাকে, তাকে যথাযোগ্য প্রতিরোধ করতে না পারলে, দুর্বিসহ অবস্থার চাপে পড়েই জনগণ আন্দোলন করে তাদের একান্ত আইনসঙ্গত অধিকারের জন্য, নিজেদের সুখ সুবিধার যতটুকু পারা যায় অধিকার করার জন্য। এ আন্দোলনের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদের সচেতনতা বাড়তে থাকে, তারা উপলব্ধি করতে থাকে এ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা— রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা। এভাবে তারা উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বেশী করে প্রবেশ করে, তাকে জোরদার করতে থাকে ও বিপ্লবের পথে এগুতে থাকে।

কাজেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দুটো স্বয়ং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জিনিষ নয়, একটি আরেকটির পরিপূরক বিশেষ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হ'লে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের ও শক্তিবৃদ্ধি হবে, প্রস্তুতি বাড়তে পারবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করার সময় তার পরিণতি ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত ভুললে চলবে না।

এখানে একটি বিষয়ে সজাগ নজর রাখতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে অন্যান্য শ্রেণী, উপশ্রেণীর দল-উপদল প্রভৃতি। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতেও দল আসে আবার বানচাল করতেও দল আসে। পুঁজিপতি শ্রেণীর দল স্বভাবতই আসবে—নানাবে প্রগতিশীলতার মুখোস এঁটে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে। তা ছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন অংশের রেষারেষি, প্রতিযোগীতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির চেউও এ আন্দোলনে এসে প্রবেশ করে তাদের নিজস্ব স্বার্থের তাগিদেই। আন্দোলনকে যারা এগিয়ে দেবে বলেই আসে (অন্ততঃ মতবাদিকভাবে) তাদের মধ্যেও নানা ভুল, বিচ্যুতি, অক্ষমতা তাদের বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময় আন্দোলনের পরিপন্থী বলেই প্রমাণ দেয়। আবার কোন দল হয়ত এলেন পুঁজিপতি ও শ্রমিক এই দুই 'অবুঝ' গোঁয়ার শ্রেণীর মধ্যে মিতালী পাতিয়ে শ্রেণী সমন্বয় সাধন করবার 'মহৎ' ব্রত নিয়ে। যেখানে এত মত ও পথ সেখানে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা দলকে ধীরভাবে সব কিছু বিচার করে নীতিস্থির করে নিতে হবে,—কারা মিত্র, কারা শত্রু, কারা নিরপেক্ষতার ভাণ করছে ও তার ফল কি হচ্ছে। আবার কারা বামপন্থী বলে চোখে লেবেল এঁটে বামপন্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে?

কাদের সঙ্গে মিলে মিত্রতামূলক শিবির গঠন করতে হবে, কাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আবার কাদের মুখোস খুলে তাদের নিঃসঙ্গ ও অকেজো (অর্থাৎ Neutralise) করে ফেলতে হবে? এখনে একটি বিশেষ ও আসন্ন বাস্তব রাজনৈতিক ঘটনা (issue) নিয়ে আলোচনা করব, তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক আইন সম্মত রাজনৈতিক কার্যক্রমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন মারফৎ নূতন করে সরকার গঠন যা আর কিছুদিনের মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে ও যার জন্য বিভিন্ন দলগুলি নিজ নিজ প্রথামত তোড়জোড় চালাতে আরম্ভ করেছে।

প্রথমে এই বিষয়টির একটু ভূমিকা হিসাবে বলে নেওয়া দরকার যে, নির্বাচন মারফৎ প্রকৃত গণরাষ্ট্র কায়েম হবার

( শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় )

## আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী খুনী সরকারকে খাদ্য-বস্ত্র দাবীর আঘাতে উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জির আহ্বান

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের খিদিরপুর ইউনিটের উদ্যোগে গত ৫ই নভেম্বর বেলা ৫টায় কয়লা সড়ক ময়দানে এক শ্রমিক সমাবেশ কমরেড সাদেতুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এস, ইউ, সি'র বিশিষ্ট নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী বর্ত্তমান খাদ্য, বস্ত্রের দুরবস্থা কংগ্রেসী সরকারের দীর্ঘ চার বছরের শাসনের অন্যতম বিষময় যম স্বরূপ বর্ণনা করিয়া জনগণের মুক্তি সংগ্রামের আঘাতে কংগ্রেসী খুনী সরকারের অবসান ঘটাইবার জন্য শ্রমিক জনসাধারণকে আহ্বান করেন। কমরেড ব্যানার্জী আর ও বলেন যে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবেই আগামী নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণীর দলের প্রার্থীরা রাষ্ট্রপরিষদ বা পার্লামেণ্টকে কাজে আনাবেন। কল কারখানার রুটি, রুজী, বেকারী, ছাটাই প্রভৃতির সংগ্রাম তথা বৃহত্তর মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক শ্রমিক শ্রেণীর দলের এস, ইউ, সি'র প্রার্থীরা আইন সভা গুলোতে জনসাধারণের দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন—মুক্তি সংগ্রামের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

সভায় এস, ইউ, সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ; নীহার মুখার্জি সত্য মৈত্র, ফটিক ঘোষ; এ, চৌধুরী, মহম্মদ হায়দার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

**মুক্তি, সমাজতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামে রুশ বিপ্লবের শিক্ষা লও**

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

# সর্ব্বহারা শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামে শ্রেণীশত্রুকে খতম কর

( ২য় পৃষ্ঠার পর )

কোন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না, তা সত্ত্বেও বিপ্লবী দল নির্বাচনে নামে—নামা কর্ত্তব্যও। কারণ গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার মোহ নিয়ে দল নামে না বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্তঃসার শূণ্যতা প্রমাণ করতে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার সহায়তা হয় বলেই নামে। আইন সভায় আইন, বিধিব্যবস্থা তৈরী হয় যা দিয়ে দেশের শাসন কাজ চল্‌বে। পুঁজিবাদী সরকার কী প্রকৃতির আইন প্রণয়ন করবে তা আর আজকের দিনে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই, সাধারণের অভিজ্ঞতাই এর উত্তর দেবে। এক কথায় আইনসম্মত প্রথায় জনগণকে নিঃশেষে শোষণ করবার সব ব্যবস্থাই এইসব আইন সভাগুলো থেকে করা হয় এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত আরো অটুট করা এদের কাজ। এইসব শোষণের বিরুদ্ধে জনতা বাইরে আন্দোলন করে, তখন আবার তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ টুঁটি টিপে নীরব করে দেবার জন্য কালাকানুন সৃষ্টি হয় এই আইন সভাতেই। কাজেই এ ধরণের আইনসম্মত অগণতান্ত্রিক আইন যাকে জনতা আন্দোলন করে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা ও দাবী জানাচ্ছে সেই সব আইন গুলোকে তাদের জন্মক্ষেত্র আইন সভায় সৃষ্টি করবার সময়ই জনতার প্রতিনিধির দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা অবশ্যই প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। সে জন্য জনতার চেষ্টা রাখ্‌তে হবে আইন সভায় যতবেশী সংখ্যক প্রতিনিধি সংগ্রামের জন্য যেতে পারে, শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করে সুসংবদ্ধভাবে আইন সভার অভ্যন্তরে আইন সৃজনকারী সরকারী পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, যে লড়াই জনতা বাইরে পথে, মাঠে তৈরী করে চলছে। অর্থাৎ সরকারী জুলুমের প্রতিরোধ সংগ্রাম দুভাবেই চল্‌লে Parliamentary ও extra Parliamentary. প্রসংগে বলা চলে বিপ্লবী দলের প্রতি জনতার আনুগত্য এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন যদি এতটা দৃঢ় হয় যে জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধি কোন প্রদেশের আইন সভায় সংখ্যাগুরু হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সেস্থানে তারা নিজেরাই সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ অবস্থায় বলাই বাহুল্য, যে সরকার জনহিতকর আইনকানুন চালু করলেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধ্‌বে এবং সে সরকারের পতন অনিবার্য (অবশ্য বিপ্লবী প্রস্তুতি যদি এই পরিমানে হয়ে থাকে যে তখন বিপ্লব করেই রাষ্ট্র করায়ত্ব করা গেল, সে আলাদা কথা) সে ক্ষেত্রে জনতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে যাবে যে বিপ্লব ছাড়া নির্বাচনে জিতে তাদের মুক্তি আনতে পারে না, আর ফলে তারা তাদের বিপ্লবী প্রস্তুতিকেও তখন তরান্বিত করবে। যাহোক, এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন মোটামুটিভাবে আজও আমরা নেই বলে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনারও প্রয়োজন নেই। আইন সভায় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার আর একটা দিক দেখবার আছে। আইনসভা হ'চ্ছে দেশের রাষ্ট্রীক জীবন কাঠামোর সর্বোচ্চতলা বিশেষ। কাজেই নীচে বিভিন্ন স্তরের জনজীবনের আন্দোলনগুলি তাদের স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী সমাজে যতখানি সাড়া জাগাক না কেন তার তীব্রতা সাধারণত একটি বিশেষ স্তর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ওপরতলা আইনসভা—অর্থাৎ যাকে রাষ্ট্র জীবনের surface বলতে—পারি—সেখানে আলোড়ন ও সংগ্রাম হয় তার ঢেউ রাষ্ট্র জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও ফল অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসারী হয়।

কাজেই তা বাইরের বৃহত্তর আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে ও তার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। এখন আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে জনতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কি দেখা যাক্। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে বসে সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষ মিতালীর খিড়কী দুয়োর দিয়ে একাধিক্রমে সাড়ে চার বছর নিরঙ্কুশ রামরাজত্ব ( হনুমান রাজত্ব বললেও চলে ) চালিয়ে আজ তারা নির্বাচন আহ্বান করেছে। কী তারা করবে, কী দেবে বলেছিল সে সব কথা মনে করিয়ে দিলে তাদেরও আজ লজ্জা হতে পারে ( যদি লজ্জার ছিটে ফোঁটা এখনও তাদের কিছু বাকী থাকে !)। কি করেছে, কি দিয়েছে সেটা বিচার্য্য, সে ক্ষেত্রে ভারতের কোটী কোটী দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের নিজের ও আপনার জনের অশেষ আত্মত্যাগ, জীবনবলি, এবং লাঠি-বুলেট, বিচারবিহীন জেল জীবন, বেকারী, ছাঁটাই, অনাহার, অত্যাচারের মধ্যেই তার জলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে। দেশের উন্নতি, প্রজাপ্রেম, অহিংসার আদর্শ স্থাপন—এ সবের অনেক প্রহসন রংগ অনেকবারই তারা দেখেছে। দেশ শিল্পোন্নতির পথে এক পাও এগোয়নি, কৃষি-ভূমি সংস্কার ঢাক-ঢোলের আড়ালেই ধামাচাপা পড়ে আছে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চাকুরী, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোন কিছুর একচুল সুরাহাও হয়নি। আবার তাদের গদীতে বসালেও জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। শুধু নিষ্পেষণের ষ্টীমরোলার যেমন চলেছে এতদিন, তার চেয়ে আরো হয়ত বেড়েই যাবে অনেক গুণ। আর পুঁজিপতি--জমিদারদের শোষণাধিকার, সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর। কাজেই জনতার প্রথম কর্ত্তব্য পুঁজিবাদী কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়া। তাঁদের লক্ষ্য হবে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব নিজেদের প্রতিনিধি পাঠান। আগেই আলোচনায় দেখিয়েছি আইন সভায় অন্ততঃ শক্তিশালী বিরোধী দল গঠনের অপরিহার্য্য প্রয়োজন। এতকাল কংগ্রেস বিনা বাধায়, যা ইচ্ছা তাই আইনের নামে করেছে, সে জিনিষটির পথ এখনই বন্ধ করতে হবে; তাদের একটি শোষণ ব্যবস্থাও যেন প্রবল বাধা না পেয়ে চালু হতে পারে। সাধারণভাবে, 'গণতন্ত্রের' একটি প্রধান কথাই হ'ল উপযুক্ত বিরোধী দলের অস্তিত্ব Parliamentary opposition, যা এতকাল বলতে গেলে কিছুই ছিল না। এবারে অন্ততঃ তাদের দুঃশাসনকে পরাজিত করতে না পারলেও প্রবল প্রতিরোধ করতে পারে এমন সংখ্যক উপযুক্ত প্রকৃত বিপ্লবী প্রতিনিধিকে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেণ্টে ও রাজ্যপরিষদে পাঠাতে হবে।

কংগ্রেসকে ভোট দেব না—কংগ্রেসের প্রতি আমাদের কোন রকম গাত্রজ্বালা রয়েছে, সে জন্য নয় নিশ্চয়ই। দেব না এই জন্য যে কংগ্রেস পুঁজিপতি শ্রেণীর দল তাদের স্বার্থের রক্ষক ও বাহক হিসাবে দেশ শাসন করছে, জনতাকে শোষণ করছে, এবং সেই জন্যই তাকে হটাতে না পারলে শোষণের হাত থেকে কোনভাবেই রেহাই পাওয়া যাবে না বলেই সে প্রত্যক্ষ শত্রু। কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীরও আরো দল আছে। কংগ্রেস সরে গিয়ে যদি আর কোন পুঁজিবাদী দল ক্ষমতায় যায়, অবস্থার কি কোন উন্নতি হবে? কিছুই না কংগ্রেসও যেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর দল বলে শোষণ করেছে, ক্ষমতায় আসীন হ'লে পুঁজিপতিদের অন্য দলও তাই করবে। কাজেই জনতার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এসে যাচ্ছে—কংগ্রেস ছাড়াও পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যান্য দল যে সব রয়েছে তাদের কাউকে ভোট না দেওয়া; কারণ তারা কংগ্রেসেরই নামান্তর মাত্র। এখানে একটি বিষয়ে হুঁসিয়ার করে দেবার প্রয়োজন আছে। 'কংগ্রেস বিরোধীতা'র নামে যে একটি বিভ্রান্তিকর ধূয়া এখন উঠেছে যার প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে কয়েকটি 'বামপন্থী' দলও আছে, সে সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে ও জনসাধারণকে হুসিয়ার করতে হবে। কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচণ্ড

( শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় )

## সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড ঘোষের বোষণা

( ১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ )

কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান চাই—বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোল প্রভৃতি বড় কথার আড়ালে; কংগ্রেসী কুশাসনের অংশীদার ডাঃ ঘোষ, ব্যানার্জীকে গদীতে বসাবার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার জন্য আজ সত্যিকারের বামপন্থীদের সুদৃঢ় ঐক্য ফ্রন্ট গড়তেই হবে।

তাই এস, ইউ, সি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, কংগ্রেসী ধণিক মালিকী শাসনের অবসান করো, ধনিক শ্রেণীর অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ো, বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করো—সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলো—আগামী নির্ব্বাচনে জনসাধারণের দৈনন্দিন রুটি, রুজীর আন্দোলনে গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক সংগ্রামও শান্তির সমাবেশে অংশ গ্রহণকারী বামপন্থী পার্থীদের পাঠাও সুবিধাবাদী, বিভেদকারীদের চিনিয়া লও।

এস, ইউ, সির, নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে পরিষ্কার ভাবে এই নীতি বর্ণনা করা হয়েছে—এই নীতির ভিত্তিতে যে সমস্ত সত্যিকারের বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠান সংগ্রাম করেছেন তাঁদের সাথেই কেবলমাত্র নির্ব্বাচনী মৈত্রী হ'তে পারে—নির্ব্বাচনের জোয়ারে অন্য কোন প্রকার সুবিধাবাদী নীতির সাথে এস, ইউ, সির কোন সম্পর্ক নেই—থাকবে না।

## গণতন্ত্রকে বজায় রাখার সুবিধাবাদী আপোষপন্থী নীতিও নেতার মুখোস ছিঁড়ে ফেল

# কংগ্রেসী ফ্যাসীবাদ ও সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত গণ-

সাধারণ নির্বাচনের আর মাত্র দুইমাস বাকী। ভারতের আঠারোকোটি লোক এ নির্বাচনে অংশগ্রহন করে নিজেদের অভিমত জানাবে। যে কংগ্রেস আজ পাঁচ বছর ধরে জনতার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে জনসাধারণ শুধু তার সম্বন্ধে মতামতই ব্যক্ত করবে না, তারা আবার পাঁচ বছরের জন্য নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। একাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রগতিশীল শক্তিগুলি এই সুযোগ গ্রহন করে জনতাকে নেতৃত্ব না দেয় তবে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ভারতীয় পুঁজিপতিদের দল কংগ্রেস আবার ক্ষমতা পাবে এবং কংগ্রেসের আবার ক্ষমতা পাওয়ার অর্থ হচ্ছে শোষণ অব্যাহত থাকা। অর্থাৎ বর্ত্তমান সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলি অস্ত্রসজ্জার বিপুল আয়োজন করা, নির্বিচারে শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের রক্তশোষণ করা টাটা বিড়লা ও তাদের গুরু ওয়ালষ্ট্রিট ও ক্লাউনিং ষ্ট্রীটের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াই হবে না জনতার উপর নতুন করে নেবে আসবে শোষণ ও অত্যাচার। এ অবস্থাকে রুখতেই হবে।

কিন্তু কিভাবে তা রুখব। কংগ্রেস তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে যথেষ্ট তৈরী হয়েছে আগামী নির্বাচনের জন্য। পুঁজীপতি, জমিদার ও চোরাকারবারী পুষ্ট কংগ্রেস এখনি তার নির্বাচনী অভিযানে নেবেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের নির্বাচনী তহবিলে দিয়েছে সেই সব সমাজবিরোধীরা যাদের স্বার্থ দেখতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর। প্রচারের বিপুল হাতিয়ার তাদের হাতে। প্রত্যেকটি বড় বড় পত্রিকা আজ "কংগ্রেসের মহৎ কীর্তির" মহিমা গাইছে এবং মিথ্যা প্রচারের মধ্যদিয়ে জনতাকে ধোঁকা দিচ্ছে। কংগ্রেস আজ ক্ষমতায়। তাই তারা নিজেদের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য বহুবামপন্থী দলের নেতা ও কর্মীদের জেলে জেলে আটকে রেখেছে নীতির নামে দুর্নীতি চাপিয়ে বিরুদ্ধ মতকে পিষে মাথার ষড়যন্ত্র করছে।

আজ কোন দলেরই কংগ্রেসকে একাকী যুঝবার ক্ষমতা নেই। ভারতবর্ষে প্রগতিশীল শক্তির জয়লাভে নিঃসন্দেহে প্রচুর বাধা আছে। কিন্তু সে বাধাও দুরতিক্রম্য নয়। এবং সে বাধাকে দূর করতেই হবে—যদি ভারতবর্ষের দেশ প্রেমিকরা কংগ্রেসের দুর্নীতিময় শাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে না চান।

বামপন্থীদের জয়লাভও হয়ত সুদূর পরাহত নয়। পক্ষপাতহীন মন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শের প্রতিনিষ্ঠা ও বলশেভিক দৃঢ়তা—এগুলিরই প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের বামপন্থীদের মধ্যেই এই গুনগুলির অভাব সবচেয়ে বেশী। আজও আমরা দোদুল্যমান রয়েছি, আজও আমরা কংগ্রেসকে বহু ক্ষেত্রে সুযোগ দিচ্ছি। সত্যি বলতে কি ভারতে আজও কোন প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর দল নেই যা শ্রেমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে। কিন্তু এখনি সমস্ত বামপন্থীদল-গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে সঠিক নেতৃত্বপূর্ণ এক নতুনদল গড়ার কথা চিন্তা করা অবৈজ্ঞানিক ও মারাত্মক। কাজেই এই অবস্থায় জনতাকে স্বাধীনকরার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রকৃত বামপন্থীদের মিলিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং এই মিলিত কর্ম্মসূচী একটি প্রশস্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা ছাড়া সফল হতে পারে না। এই গণতান্ত্রিক মোর্চার জয়লাভের অর্থই হচ্ছে কংগ্রেসের অত্যাচারের হাত থেকে শোষিত জনগণের মুক্তির সূচনা। তাই প্রকৃত বামপন্থী ঐক্যই সর্বপ্রথম কাম্য। দ্বিতীয়ত একথাও আজ পরিষ্কার ভাবে বুঝে নিতে হবে সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ধনবাদী রাষ্ট্রকাঠামোকে চুরমার করে না দিতে পারলে জনতার সত্যকার মুক্তি অসম্ভব। গদী দখলের জন্য আমরা নির্বাচনে নামিনি এবং এটাও আশা করি না যে গণপরিষদ দখল করে আমরা জনতার রাজত্ব কায়েম করবো। বুর্জোয়া গণপরিষদের অসারত্ব প্রমানের জন্য বুর্জোয়া—গণতন্ত্রের মুখোসটা জনতার সামনে তুলে ধরার জন্যই আমরা গণপরিষদে যাব। রাষ্ট্রের শোষণের তীব্র বিরোধীতা করে জনতার সপক্ষে লড়াই করা এবং বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করার জন্য।

আজ এটা নির্মম সত্য যে কংগ্রেসকে যদি পরাজিত করতে হয় তবে সর্বপ্রথমে আমাদের এক হতে হবে। সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসকে রুখতে হবে। কিন্তু এই সংঘবদ্ধতা কাদের নিয়ে হবে? অর্থাৎ কারা কারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হব? সমস্ত কংগ্রেস বিরোধীদলই কি এতে থাকবে? এটাই প্রশ্ন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একতা আমাদের চাই। কিন্তু শুধুমাত্র 'ঐক্যের' জন্যই তা নয়—এই একতার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য কি? এই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মোর্চার আশু কর্ত্তব্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কাজেই স্বাভাবিকভাবে এই সংগ্রামের একটি কর্মসূচীও বামপন্থীদল গুলির ঐসমস্ত উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই গ্রহন করতে হবে। কিন্তু বামপন্থীদের এ রকম সুবিধাবাদী ধনিক শ্রেণীর দালাল দলের সাথে একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা পরস্পরের স্বার্থের সংঘাতেই সম্ভব নয় আবার যদি এ সব দলকে একত্রিত করা যায় তবু এদের নিম্নতম ঐক্যের অভাবে সমস্ত মোর্চা অচল হয়ে পড়বে। কাজেই এইরূপ 'একতা' প্রকৃতপক্ষে একতাই নয়।

যদি জনগণের স্বার্থে গণ মোর্চাকে সফলভাবে পরিচালিত করতে হয় তবে সবরকমের কংগ্রেস বিরোধীদের জন্যই এর দরজা খোলা রাখলে চলবে না। যদি তা করা হয় তবে তা আত্মহত্যারই নামান্তর হবে। কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত শক্তিই আজ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজীবাদ বিরোধী নয় এ মোর্চা তাদের নিয়েই গড়ে তুলতে হবে যারা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, ও একচেটিয়া পুঁজীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন। কাজেই আজ যারা দল মত নির্বিশেষে 'কংগ্রেস বিরোধীদের' নিয়ে মোর্চা গড়ে তুলতে চাইছেন এমন কি "ছদ্মবেশী (Camouflaged) কংগ্রেসী" ও সাম্প্রদায়িক দলদের প্রকৃত রূপকে জনতার সামনে তুলে না ধরে এবং সমস্ত বিপ্লবী কর্ম্মসূচীকে জলাঞ্জলীদিয়ে 'ঐক্যের জন্যই ঐক্য' গড়ে তুলতে চাইছেন তারা সুবিধাবাদী, গদীর জন্য লালায়িত এবং এক কথায় তারা জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

একথা একমুহূর্তের জন্য ভুললে চলবে না যে গণতান্ত্রিক মোর্চা শুধুমাত্র আইন সঙ্গত আন্দোলনের হাতিয়ার নয়—বাইরের বিপ্লবী আন্দোলনও তাকে কর... হবে। সুতরাং নির্বাচনকে বাইরের বিপ্ল... আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখায় ... গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা... আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বি... করা এই গণতান্ত্রিক মোর্চার পার্লামেন্টারি... কর্ম্মসূচী। কাজেই নির্বাচনে যদি লড়... হয় তবে এই গণতান্ত্রিক মোর্চারই ল... উচিত। এই মোর্চার ভিতর থেকে ভি... ভিন্ন দলের পৃথকভাবে লড়া উচিত না... কংগ্রেস সর্বভারতীয় ভাবে প্রতিটি আস... নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের বিরু... গণতান্ত্রিক মোর্চাকে যদি প্রতিদ্বন্দ্বি... করতে হয় তবে সর্বভারতীয় সাংগঠনি... রূপ নিয়েই তাকে লড়তে হবে। ... জনতাকেও বুঝে নিতে হবে যে গণতান্ত্রি... মোর্চার জয়লাভেই হবে কংগ্রেসী দুঃশাস... অবসান। সংযুক্ত সমাজবাদী সভা ... একটি বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক মোর্চাগঠ... উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল—কিন্তু এর ভি... কার কতকগুলি দলের কার্য্যপদ্ধতি... একে অচল করে ছেড়েছে।

সংযুক্ত সমাজবাদী সভার বাই... কিছু বামপন্থীদল ছিল এবং গত একব... যাবৎ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এই ... দলকে সংযুক্ত সমাজবাদী সভা ভিতর... একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মো... গঠ... চেষ্টা করেছে। যে মোর্চা শুধু নির্ব... নয়, কংগ্রেসের জনস্বার্থ বিরোধী প্র... কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিরাম সং... করবে। আমরা একথাও জানিয়ে ... যদি সংযুক্ত সমাজবাদী সভার গৃহীত ... সূচীই কোন বাইরের বামপন্থী দলে... সংযুক্ত সমাজবাদী সভায় যোগদান... করার কারণ হয় তবে নতুন কর্ম্মসূচী... নতুন সংগঠণ গড়তেও আমরা পি... নই। এবং যখনি সোস্যালিষ্ট ইউ... সেণ্টার একটি সত্যিকারের গণতা... মোর্চার গঠণের এবং তারই মারফৎ ... নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ব... প্রতিবারই সে চেষ্টার বিরোধীতা ... করেছে তারাই আজ রাতারাতি ... কংগ্রেসী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির ... মিতালী করে সেই মৈত্রীকে প্রকৃত ... ঐক্য বলে জনতাকে ভাঁওতা দেবার ... করেছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ... এই "ঐক্য" সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ... এবং সমস্ত বামপন্থীদের বাধ্য করতে ...

# জনগণের দৈনন্দিন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামীদাবীর ভিত্তিতে নির্বাচ...

# ান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তুলে নির্বাচনী অভিযানকে সফল করুন—

একটি প্রকৃত বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য। কারণ তথাকথিত "ঐক্যের" নামে যদি সুবিধাবাদীরাই জয়লাভ করে তবে ক্ষতিপূরণ করতে হবে জনসাধারণকেই।

কাজেই এটা আজ অত্যন্ত পরিস্কার যে নির্ব্বাচনী ঐক্য গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তিতেই হবে। এবং কারা এই গণতান্ত্রিক ঐক্যের বুনিয়াদ? হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, পিপলস্ পার্টী, সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন এর মত সাম্প্রদায়িক দল, কৃষক মজদুর প্রজা দল, সিপাল্স্ কংগ্রেসের মত ছদ্মবেশী কংগ্রেসী এবং জয় প্রকাশীয় সোস্যালিষ্ট পার্টির মত দক্ষিনাপন্থী গণতন্ত্রীরাও কি এই মোর্চায় থাকবে?—নিশ্চয়ই নয়। এই সব সাম্প্রদায়িক ও ও নগ্ন ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে নির্ব্বাচনী ঐক্যের কোন কথাই উঠতে পারে না। তারা কংগ্রেস অপেক্ষাও ভয়াবহ।

কিষান মজদুর প্রজাপার্টি কংগ্রেস থেকে কোন ক্ষেত্রেই ভালো নয়। তবু এর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট) ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা নির্ব্বাচনী ঐক্য গড়েছেন। গতকাল এই কৃষক মজদুর প্রজাপার্টিই ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল—এর পরিচালিত ইউনিয়ান মালিক শ্রেণীয় ইউনিয়ন বলে আভহিত হত কিন্তু আজ এই সব তথাকথিত বামপন্থীদের কাছে জনতার স্বার্থ নিয়ে লড়াই করার মত দল হচ্ছে—কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। কাজেই যতদিন না কৃষক মজদুর প্রজাপার্টির প্রকৃতরূপ জনসাধারণএর কাছে পরিষ্কার হচ্ছে ততদিন গণতান্ত্রিক মোর্চা সফল হবার কোন আশাই নেই। এবং কৃষক মজদুর প্রজাপার্টির সঙ্গে ঐক্য গড়ে এই সব বামপন্থীরা পার্লামেন্ট ও রাজ্য পরিষদে কয়েকটি মাত্র আসনের জন্য এই দলের ভাঁওতাবাজীনীতির বিরুদ্ধে সক্রীয়ভাবে কিছুই করছেন না। উক্ত "বড় বড়" পার্টির কয়েকজন নেতা কৃষক মজদুর প্রজাপার্টীর সঙ্গে তাদের ঐক্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাকরতে গিয়ে বলছেন যে, যেহেতু ভারতের অধিকাংশ লোকের কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান এবং কে-এম- পি গঠিত সরকার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নাই সেই জন্যই কে-এম-পি পার্টি গঠিত সরকারের আসল রূপ যাতে প্রকাশ পায় ও জনসাধারণের ভ্রান্তি যাতে কেটে যায় সেজন্য আমাদের এটা করা উচিত। প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জি, চারুভাণ্ডারীর মুখোস জনতা অনেক দিন আগেই টেনে খুলে ফেলে দিয়েছে। ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীত্বকালীন ভয়ঙ্কর দিনগুলি তারা এখনো ভুলে যায়নি তার তৈরী কালা কানুনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে ছাত্রকর্মী, উদ্বাস্তুদের গুলি খেতে হয়েছিল তা এখনো তাদের মনে আছে। একথাতো তারা ভুলতে পারেনি যে এই ঘোষ মন্ত্রীত্বের সময়ই চাষীদের কাছ থেকে যথা সম্ভব কমদামে চাল লুটে নেবার অর্ডিন্যান্স পাশ করা হয়েছিল। উপরের বড় বড় বামপন্থী দলগুলিই পার্লামেন্টের কয়েকটি আসনের লোভে এ সমস্ত ব্যাপার ঢেকে রাখতে চাইছে। জনসাধারনের স্মৃতি যদি কমে গিয়েও থাকে, তা হলেও তারা আজ আর কৃষক মজদুর প্রজাপার্টির বড় বড় নেতাদের সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষন করে না। ঐ বড় বড় নেতারাই জনতার মনে জোর করে ভ্রান্ত ধারণা চাপিয়ে দিতে চাইছেন। যুক্তির খাতিরে না হয় একথা মানা গেল যে জনতা এখনো কে-এম-পির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু জনতার প্রতিনিধি হিসাবে এই সব দলের কি উচিত ছিল না, আন্দোলন ও প্রচারের দ্বারা এই ভ্রান্তি দুর করে দেওয়া? কিন্তু কে-এম-পির সঙ্গে যখনি তারা নির্বাচনী ঐক্য বা চুক্তি করলো—তখনি তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য খুব বেশী এবং এই জন্যই যদিও কে এম-পি অন্যান্য প্রদেশে এই সব দলের সাথে নির্বাচনী ঐক্য গড়েনি বাংলায় এসে তারা সেই তিনটি "বামপন্থী" দলের সঙ্গে মৈত্রী করলো। তার উদ্দেশ্য এই সব বামপন্থীদলের সাহায্যে, বামপন্থীদের প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে নিজেও 'বামপন্থী' বনে যাওয়া এবং পরিষদে কিছু আসন দখল করা। নির্বাচনের পরে কে এম পি এই সব 'বামপন্থী'দের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব গঠন করতে এতোটুকু ইতস্ততঃ করবে না। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট) ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা কৃষক মজদুর প্রজাপার্টিকে এ সুযোগদিছে এমন কি একটা সাধারণ কর্ম্মসূচীর বাধ্যবাধকতা না এনে। অবশ্য তাদের কি হবে না হবে এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে জনসাধারণকে নিয়ে। সেই জন্যই জনতার কাছে আমাদের অনুরোধ তারা স্পষ্টভাষায় তাদের মতামত ব্যক্ত করুন যে—কৃষক মজদুর প্রজাপার্টির সাথে যে কোনরূপ ঐক্য জনস্বার্থ বিরোধী বলে পরিগনিত হবে এবং তাকে রুখতেই হবে।

এর পরই আসছে সোস্যালিষ্ট পার্টীর কথা। আজকের দিনে প্রত্যেকদেশের দক্ষিনপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মত আমাদের জয়প্রকাশী সোস্যালিষ্টরাও ট্রান্স-আটলান্টিক প্রভুদের সর্ব্বরকম প্রতিক্রিয়াশীল এবং সামরিক নীতির উগ্র সমর্থক। আজ যখন সারাপৃথিবীতে ধনতন্ত্রের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। যখন জনশক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে উঠছে। যখন সমস্ত পৃথিবী একটা আসন্ন বিপ্লবের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন একমাত্র এই সাস্যাল ডেমোক্র্যাটরাই সাম্রাজ্যবাদের শেষ রক্ষীদল হিসাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য। যতদিন পর্য্যন্ত না এই যুদ্ধবাজদের সম্পূর্ণভাবে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় ততদিন কোনো সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা সার্থক করা সম্ভব নয়। অতএব এই সোস্যালিষ্ট পার্টিকে কখনই গণতান্ত্রিক মোর্চার অংশ বলে ধরা যেতে পারে না।

এই যখন অবস্থা, তখন এই তিনটি বড় বড় "বামপন্থী"দলের কৃষক মজদুর প্রজাপার্টির সাথে নির্ব্বাচনী ঐক্য গড়ার কি তাৎপর্য্য থাকতে পারে। একটি মাত্র কারণ এখানে সুস্পষ্ট এবং তা হচ্ছে, যে কোন রকমেই হোক পার্লামেন্ট ও রাজ্যে পরিষদে কিছু আসন দখল করা। তার জন্য যদি নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ কিম্বা জনতার স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয় তাও ভাল। কম্যুনিষ্ট পার্টি; আর, এস, পি; ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট) প্রত্যেকেই নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই এই রাজনৈতিক তথ্যে বিশ্বাস রাখে যে কেবলমাত্র বিপ্লব এর মধ্য দিয়েই জনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু কার্য্যতঃ এই পার্টিগুলি এমন এক পথ ধরেছে যাতে তাদের রাজনৈতিক মতবাদকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাদের কর্ম্মপদ্ধতি দেখে মনে হয়, যেন গণপরিষদ দখল করলেই সমাজতন্ত্র আসা সম্ভব। এদিক দিয়ে সমাজতন্ত্রীদল যাদের তারা সংস্কারবাদী বলে উগ্রসমালোচনা করে থাকে তাদের সাথে এদের কেন তফাৎই দেখতে পাওয়া যায় না।

যারা বিপ্লবে বিশ্বাসী তাদের সামনে একটিমাত্র পথ—তা হচ্ছে জনতার কাছে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের প্রকৃত রূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেওয়া। শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত সর্ব্ব রকমের পাঁতি বুর্জোয়া ভুলভ্রান্তি দূর করে দেওয়া—তাদেরকে শিক্ষিত করে একটি বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে আনা। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট সম্বন্ধে জনমনে যে ভ্রান্তি বর্ত্তমান, তাকে যদি কোন দল বাড়িয়ে তোলে তবে তৎক্ষণাৎ সে দল বিপ্লব বিরোধী বলে পরিগণিত হবে। এবং তার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু তথাকথিত "বড় বড় বিপ্লবী দলগুলি" কৃষক মজদুর প্রজা দলকে বামপন্থী বলে অভিহিত করে, সাম্রাজ্যবাদ সামন্ত তন্ত্র ও একচেটীয়া পুঁজীবাদকেই শুধু সাহায্য করছে না অন্যদিকে এর দ্বারা যা আজ অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই প্রকৃত বামপন্থী ঐক্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকেও তারা নষ্ট করে দিচ্ছে।

তাই আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করছি যে একমাত্র তাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে এই সব সুবিধাবাদী নীতির শেষ হতে পারে এবং তাকে শেষ করতেই হবে। এই সব সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ও ভুয়াবামপন্থী 'ঐক্যে'র ফলে দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার ঋণ সুধতে হবে জনসাধারণকেই। প্রকৃত বামপন্থী ঐক্যের অভাবের সুযোগে বর্ত্তমান সরকার যে দুঃশাসনের রথ চালিয়েছে আজও জনসাধারণকে তার ফলভোগ করতে হচ্ছে। আজও যদি জনতা এই ঐক্য গড়তে অসমর্থ হয় তবে আবার তাকে নতুন করে এর চেয়েও ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই জনসাধারণকে আজ কংগ্রেস, কে-এম-পি, সোস্যালিষ্ট পার্টিকে পরাজিত করলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই সব তথাকথিত বামপন্থীদের সুবিধাবাদী নীতিকে চুর্ণ করে প্রকৃত বামপন্থী দলগুলিকে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনে বাধ্য করে তার মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হবে এবং তারই মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তুলে জনগণের রাজ কায়েম করার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

# অভিযানকে মুক্তি সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে পরিচালনা করুন

# মুক্তিকামী সংগ্রামীদের অপরাজেয় দুর্গের প্রেরণা

( ৩য় পৃষ্ঠার পর )

বিরাগভাজন ও অপ্রিয় হয়েছে সে সুযোগ নিয়ে অন্যান্য পুঁজিবাদী দলগুলো ও নিজেদের কংগ্রেসবিরোধী বলে পরিচয় দিয়েই বাজীমাত্ করতে চাইছে। কিন্তু ওপরে দেখিয়েছি, শত্রু কংগ্রেসই নয়—পুঁজিবাদী দল মাত্রই। কাজেই কংগ্রেস বিরোধী হলেই প্রগতিশীল হ'ল, তাকে সমর্থন করতে হ'বে তা নয়, পুঁজিবাদ বিরোধী কিনা দলটি, তাই দেখতে হবে। সম্প্রতি কংগ্রেস বিরোধী বলে যে দলটি সব চেয়ে বাজার সরগরম করেছে ও যাদের সঙ্গে অনেক তথাকথিত বামপন্থী দলেরও সলাপরামর্শ সুরু হয়েছে সেটী হচ্ছে কংগ্রেস ত্যাগীদের নিয়ে গঠিত কৃষক-প্রজামজদুর পার্টি ( সংক্ষেপে কে, এম, পি )। এ দলের নেতা কৃপালনী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন নীতিগতভাবে কংগ্রেস আর তাদের দলের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই; বিভেদ হচ্ছে নীতি কার্য্যকরী করার পদ্ধতির মধ্যে ও দেশ শাসনে নানাপ্রকার অক্ষমতা, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে। এ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত দেশশাসন করে হাত পাকিয়ে এসেছেন—এবং তাঁদের রাজত্বকালে দেশকে তাঁরা কংগ্রেসের চেয়ে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ভূস্বর্গ করে তুলেছিলেন সে কথা—জনতার স্মৃতি যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন—কেউই নিশ্চয় বলবেন না। প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জ্জি, চারু ভাণ্ডারী, টি, প্রকাশম ইত্যাদির কীর্তিকাহিনীর নতুন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এদের মন্ত্রীত্বে পাঠাবার জন্য কেউই সানন্দে ছুটে আসবেন না। কিন্তু এঁরাই আজ জনদরদী বলে গদীতে বসবেনই এবং জনতার সেবা করবেনই বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর কিছু তথাকথিত বামপন্থী দলও এঁদের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে গণরাজ কায়েম করবার সাধনায় মেতেছে। নিছক ক্ষমতা রাজনীতির পরিহাসই এই। এই সব মেকী মার্ক্সবাদী বাক্ বিপ্লবীদের মতবাদিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবশ্য কোনদিনই তারা মোহ পোষণের অবকাশ রাখে নি, কিন্তু আজ তারা কংগ্রেস বিরোধীতাকে বামপন্থার মাপকাঠি হিসাবে ধরে পুঁজিবাদী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে দেউলিয়া চিন্তাধারার পরিচয় দিচ্ছে ও কয়েকটি সীটের ( scat ) লাভে সব রকম রাজনৈতিক নীতি ও নামমাত্র সাধুতাও বিসর্জ্জন দিয়ে যে চূড়ান্ত নির্লজ্জ সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির প্রমাণ দিচ্ছে তা সত্যিই অতুলনীয় এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ও বটে।

জনতাকে এই সব বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আজ এঁদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রগতিশীলতার আবরণী পরে সবাই নামবে। বিশেষতঃ আজ কংগ্রেসের অপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী, সাম্প্রদায়িক সবরকমের প্রতিক্রিয়াশীল দলও কংগ্রেসবিরোধী' এই সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে, জনহিতকর বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে জনতার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছ। এদেরসম্বন্ধে হুঁসিয়ার হতে হবে। 'কংগ্রেস বিরোধীতা' যে প্রগতিশীলতার মাপকাঠি নয় আগেই দেখিয়েছি। প্রথমতঃ দেখ্তে হবে দলের শ্রেণী চরিত্র। কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ এরা রক্ষা করছে, কারা দলের পিছনে দাঁড়িয়ে এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে, টাকা জোগাচ্ছে। পুঁজিপতি জমিদারদের অর্থপুষ্ট দল তাদের প্রতিনিধি যে আইনসভায় গিয়ে শ্রমিক কৃষকদের মঙ্গলজনক আইন প্রণয়ণের জন্য সংগ্রাম করবে না তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। তারপর দেখতে হবে সে দলের ইতিহাস। দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক আন্দোলন বা কার্য্যপরম্পরা মারফৎ নিজের একটি দল ঐতিহ্য (tradition) গড়ে তোলে, যা দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই ঐতিহ্য দিয়ে—অতীতের বাস্তব কার্য্যকলাপ ও ব্যবহার মনে রেখেই—তাদের যাচাই করতে হবে। বলা কওয়া নেই, রাতারাতি হঠাৎ 'ঐতিহ্য' 'চরিত্র' বদলে গেল—কারণ নির্বাচন অর্থাৎ ক্ষমতায় আসীন হওয়ার একটি সুযোগ এসেছে—এ ধোঁকায় জনগণ ভুলে গেলে মাশুল দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত নিজেদেরই করতে হবে। কৃষকপ্রজা পার্টি, শ্যামাপ্রসাদের পিপলস্‌পার্টি সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন, হিন্দুমহাসভা ইত্যাদি সবার সম্বন্ধে এই বিচার প্রযোজ্য। কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতাদ্বন্দের হার মেনে এরা জনতার দুয়ারে ফিরে এসেছে আবার, যাদের তারা নির্বাচন হয়ে গেলেই আর চিনতে পারবে না।

সোস্যালিষ্ট পার্টির ভূমিকা কিছুটা স্বতন্ত্র। তাঁদের আলোচনা আমরা আগে বহুবার করেছি; তবু কয়েকটা কথা সংক্ষেপে এখানে বললে অপ্রাসংগিক হবে না। উপরে উল্লিখিত দলগুলির পুঁজিবাদী চরিত্র সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই।

পুঁজিবাদ ধ্বংস করে ফেলতে হবে এরকম কোন কুমংলব তারা পোষন করে না। সোস্যালিষ্ট পার্টি কিন্তু পুঁজিবাদের জায়গায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। যে সমাজতন্ত্র সোভিয়েট রাশিয়ায় হয়েছে এবং বিশ্বের শোষিত জনগণ যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের মুক্তির লড়াই করছে, যে সমাজতন্ত্র নয়াচীন ও নয়াগনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি প্রতিষ্টার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছ, যে সমাজতন্ত্র শ্রমিক-কৃষকের মিলিত আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভেঙ্গে ফেলে গড়ে তোলে—সে সমাজতন্ত্র তাদের ঘৃণার সামগ্রী। তারা পত্তন করবে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'। বিশ্ব সোস্যাল ডেমক্র্যাটদের তারা ভারতীয় শাখা। কাজেই ভোট নিয়ে গদীতে বসে তারা পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢেলে সমাজতন্ত্রের পত্তন করবে—যেমন হিটলার করেছিল, মুসলিনী করেছিল। তাদের মত জয়প্রকাশও অবশ্য ঐতিহাসিক নিয়মেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট থেকে সোস্যাল ফ্যাসিষ্ট বনে যাবে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর এই সমাজতন্ত্রের প্রতি কোন মোহ নেই, কারণ এ সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদেরই নামান্তর—যেমন বিলেতে এ্যাটলী সরকার ছয় বছর চালু করেছিল। জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীদল তাদের আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের স্বরূপ সব সময় জাহির করেছে। তাদের মতে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে, সমন্বয় সাধন করতে হবে। আসলে তারা পুঁজিপতি শ্রেণীরই প্রচ্ছন্ন দালাল। তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে, কারণ তা না বললে আজকের দিনে শ্রমিকের কাছে এগোন চলে না। সমাজতন্ত্রের নাম করেই তারা শ্রমিকের মধ্যে ঢোকে বিভেদসৃষ্টি করবার

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় )

# কলিকাতায় নভেম্বর দিবস উদ্‌যাপন

গত ১১ই নবেম্বর বেলা ৫॥ টায় এস, ইউ, সি, আই এর কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণ কলিকাতায় সভ্য সামর্থক ও দরদীদের এক সভায় নভেম্বর বিপ্লব দিবস কমরেড অবনী ঘোষালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য্য ব্যখ্যা প্রসঙ্গে, এস, ইউ, সি, আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন যে, রুশ বিপ্লবের এই মহান দিনে দুনিয়ার সর্বহারা মেহনতী জনসাধারণ মুক্তি ও সৌহৃদৃঢ় ঐক্য আনার শপথ গ্রহণ করে, নভেম্বর বিপ্লব দেশে দেশে মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সংগ্রামকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার উদ্দীপনা যোগায়।

কমরেড ঘোষ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কৃতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া আগামী নির্ব্বাচনে মেহন্নতী জনতার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, এদিকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী যেমন মেহন্নতী জনতার মুক্তি সাগ্রামকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পরিচালনা করবে বৃহত্তর সমাবেশের জন্য অন্য দিকে সেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কার্য্যক্রমকে অব্যাহত রাখা এবং এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাজ্য পরিষদে ও লোকসভার মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে— যার ফলে বর্ত্তমান ঘুনে ধরা ধনিক মালিক জমিদার মহাজনী রাষ্ট্র ও সরকারের তথাকথিত গণতান্ত্রিক স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা যায়, তাদের প্রতিটি জনবিরোধী চক্রান্ত ফাঁস করা যায়, সরকারের অগণতান্ত্রিক প্রতিটি কৌশলকে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী বাধা দেওয়া যায়— এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরিষদের ভেতর মেহন্নতী জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সংগ্রাম চালিয়ে গেলে বাইরের বৃহত্তর গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠবে, শক্তি সঞ্চয় করবে এবং শেষ আঘাতের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গড়ে তুলবে।

উপসংহারে কমরেড ঘোষ আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উপরি উল্লখিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নির্বাচনী কৌশল ও নীতি ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে সত্যিকারের বামপন্থীদের ঐক্য ফ্রণ্টের মাধ্যমে, কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য যে নির্বাচনী অভিযানে আমরা অংশ গ্রহন করছি, সাথে সাথে ধনিকশ্রেণীর অন্যান্য যে সমস্ত দল আজ ক্ষমতার পাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতির জাহাজ নিয়ে জণগণের দরবারে উপস্থিত হচ্ছে তাদের স্বরূপ উদঘাটন করার মারফৎ এদেরও রুখতে হবে।

সভায় কমরেড নীহার মুখার্জী, সুকুমল দাসগুপ্ত, রথীন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নবেম্বর দিবসের তাৎপর্য্য, সার্থকতা এবং শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সভাপতি কমরেড অবনী ঘোষাল, সংগ্রামী বামপন্থী মোর্চা গড়ে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে আহ্বান করেন।

## বিশ্বশান্তি ও মুক্তি সংগ্রামের পথে বিভেদপন্থাকে পরাস্ত করে ধনতন্ত্রের অবসান কর

# রুশ শ্রমিকশ্রেণী ভারতের মেহনতী জনতার অভিনন্দন লও

( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর )

উদ্দেশ্যে। আন্তর্জাতিক নীতিতে তারা এই দ্বিধা বিভক্ত পৃথিবীতে নাকি নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি না সোভিয়েট নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতির শিবির, না ইঙ্গ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শিবির, আসলে কিন্তু প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রতি উপায়ে তারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালালী করে থাকে ও ভারতকে আমেরিকার পায়ে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন—কি ট্রেড ইউনিয়ান, কি শান্তি আন্দোলন—কোনখানেই তারা জনতাকে সহায়তা করতে আসবে না, বরং নিজেরা বিচ্ছিন্ন থেকে পৃথকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে যা সর্বতোভাবে পুঁজিপতি যুদ্ধবাজদের সহায়তা করে। কাজেই এ দলের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মোহ রাখলে চলবে না। যেমন কংগ্রেসকে ভোট দেব না, যেমন কৃষক প্রজা পার্টিকে বাধা দেব, তেমন সোস্যালিষ্ট পার্টিকেও সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে, উপরোক্ত অন্যান্য পুঁজিবাদী, সাম্প্রদায়িক দলগুলিকেও একই ভাবে রুখতে হবে।

কংগ্রেস সরকারকে কোন বামপন্থী দলই আজ এককভাবে পরাজিত করতে পারবে না। বামপন্থীদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ শিবির গড়ে তুলতে না পারলে আজ প্রতিক্রিয়ার পথ রুদ্ধ করা অসম্ভব। কাজেই বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য-সংস্থা গড়ে তোলা আজ ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসাবে এসে যাচ্ছে। জনতারও তাই আজ কর্তব্য নিজেরা এগিয়ে এসে বিভিন্ন বামপন্থীদের ওপর চাপ দেওয়া যাতে দ্রুত শক্তিশালী সত্যিকারের বামপন্থী ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি কয়েকটি বামপন্থীদল কি ভাবে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টিকে তার "কংগ্রেস বিরোধীতার" জন্য 'বামপন্থী' বলে গ্রহণ করে তার সংগে একতা করতে যাচ্ছে। প্রকৃত বামপন্থী যে সব দল রয়েছে তাদের সঙ্গে কিন্তু এদের ঐক্যবদ্ধ সংস্থা গড়ার তেমন গরজ নেই যতটা দেখা যাচ্ছে কে, এম, পির সঙ্গে হাত মেলাবার। এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা ও সুবিধাবাদকে রোধ করতে না পারলে প্রতিক্রিয়ার জয় অবধারিত। জনগণকে আজ এগিয়ে আসতে হবে, নিজেদেরই আন্দোলনের দায়িত্ব নিতে হবে। বামপন্থার নাম করে, জনতার নাম করে যারা আজ জনতাকে পেছন থেকে তাঁদের ছুরিকাঘাত করতে যাচ্ছে তাদের এই হীনচক্রান্ত খুলে ধরতে হবে; বিশ্বাসঘাতকতা ও সুবিধাবাদের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে, প্রকৃত বামপন্থী ঐক্য গড়ে তুলে সম্মিলিত আঘাতে প্রতিক্রিয়া-সুবিধাবাদ ও জনশত্রুতার জবাব দিতে হবে। উক্ত "বামপন্থীদের কার্যকলাপের সুযোগ নিয়ে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি বামপন্থী বলে গায়ে ছাপ মেরে জনতার মধ্যে তাদের আন্দোলন সুরু করে দিয়েছে ও জনতাকে ধোঁকা দিচ্ছে; কাজেই সময় নষ্ট না করে অবিলম্বেই এই হীন চক্রান্তকে বিনষ্ট করার কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সে জন্য আজ জনতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে প্রতি এলাকায় মহল্লায় তারা গণকমিটী গড়ে তুলুন, নির্বাচন সংক্রান্ত সব সমস্যা আলোচনা করুণ, বিচার করুণ ধীরভাবে, তাদের আবার যে নূতন করে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন হোন, অন্যকে সজাগ করুণ; এই হীন ষড়যন্ত্রের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিন। সব বামপন্থী দলগুলোকে চাপ দিন তারা যেন তাদের বামপন্থার প্রকৃত পরিচয় দেয় কাজের মধ্যে—জনতার আজ যা প্রকৃত দাবী, সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক দায়িত্ব তা পালন করুণ—অর্থাৎ সত্যিকারের বামপন্থীরা মিলিত হয়ে সুদৃঢ় বামপন্থী ঐক্য মোর্চা গড়ে তুলুন, পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াকে সুসংবদ্ধভাবে রুখুন, দালালদের মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে তাদের অকেজো করে দিন, জনশক্তির জয় হোক এবং জনতার সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে শক্তিশালী করে নিজেদের মুক্তিপথ উমুক্ত করুণ।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা আজ বিশেষভাবেই আমাদের নিতে হবে। বিপ্লবের পথ কোন দেশেই কুসুমাকীর্ণ নয়। রুশবিপ্লবের ইতিহাস দেখিয়েছে সেখানে জনগণ বিভক্ত, বিভ্রান্ত ও পুঁজিপতি বর্গের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়েছিল। সংস্কার পন্থা, অজস্র বিচ্যুতি, প্রতিক্রিয়ার দালালী সে দেশেও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্গু ও হতাশ করে রেখেছিল; সংগ্রাম বারবার পরাজিত হয়েছে, নিপীড়ন নূতনভাবে এসেছে কিন্তু জনশক্তি মরে যায়নি। বিপ্লবের পথে আগুয়ান জনতা নিশ্চেষ্ট হয়ে হার মেনে যায়নি। বিপ্লবী বলশেভিক নেতৃত্ব স্থিরভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনতাকে লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সমস্ত রকম মতবাদিক সংস্কারবাদ, সুবিধাবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা ও হতাশা, পরাজয় নিষ্ক্রিয়তা সুদৃঢ়, নির্ভুল নেতৃত্বের সামনে চূর্ণ হয়ে গেছে, নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিয়েছে, বিপ্লব ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে দৃঢ় কদমে। কাজেই বিপ্লবী নেতৃত্বে যেখানে নির্ভুল, প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর দল যেখানে বিপ্লব পরিচালনা করেছে, সাফল্য সেখানে অবধারিত। ভারতের বিপ্লবী সংগ্রাম তাই নির্ভুল ভাবে পরিচালনা করা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দলের আজ ঐতিহাসিক অপরিহার্য্যতা, যে দল মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারে অজেয়। এই বিপ্লবী নেতৃত্ব আপনা থেকে এসে যায় না—গড়ে তুলতে হবে; ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামী জনতার দলও নিশ্চয়ই গড়ে উঠে দেশকে নেতৃত্ব দেবে। সেই দল গঠণের ঐতিহাসিক দায়িত্বই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার পালন করে চলছে। জনতাকে এগিয়ে এসে এই নেতৃত্ব গঠনের কাজে সক্রিয় অংশ নিতে হবে। এই প্রাথমিক কাজে সাফল্য লাভ করতে না পারলে ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শোষণহীন সমাজগঠনের কাজ বাস্তবভাবে সুদূর পরাহতই থেকে যাবে। কিন্তু সেই শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মার্ক্সবাদী দল অবশ্যই গড়ে উঠবে, তা গড়ে উঠছেও, জনসাধারণের প্রতি তাই আহ্বানে এসেছে এগিয়ে আসতে নিজেদের মুক্তির পথ প্রস্তুত করতে। বিংশধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়া, নতুন সভ্যতা, সাম্যবাদী দুনিয়া যার ভিত্তি স্থাপন করেছে নভেম্বর বিপ্লব শক্তিলাভ করে আজ অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ আজ এই শক্তির আধার এবং সারা দুনিয়ার শোষিত মানুষ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সমর্থন নিয়ে। মুমূর্ষু ধনতন্ত্রী দুনিয়ার ভিত্তি আজ কাঁপছে—দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামী মানুষের সম্মিলিত প্রগতিশীল শক্তির শেষ আঘাতে সে ধূলিসাৎ হবে সারা বিশ্বে শোষণহীন, স্বাধীন, সুখী সমাজব্যবস্থা বা সাম্যবাদের বিজয় সুনিশ্চিত হবে। নভেম্বর বিপ্লব দিবস মানুষের ইতিহাসে এই নূতন যুগের জন্ম ঘোষণা করে। ভারতবর্ষে শ্রমজীবী জনতার জয় সুনিশ্চিত করার জন্য এবারের নভেম্বর বিপ্লব দিবসে তাই আওয়াজ তুলুন—জনতার সংগ্রামী ঐক্য জিন্দাবাদ—শান্তির সংগ্রাম জয় যুক্ত হোক বিভেদকারী নিপাত যাক্। ইনকিলাব—জিন্দাবাদ, নভেম্বর বিপ্লব—জিন্দাবাদ।

## খিদিরপুরে নভেম্বর বিপ্লব দিবসে জনসভা

গত ৭ই নভেম্বর খিদিরপুরে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের স্থানীয় ইউনিটের উদ্যোগে কয়লাসড়ক ময়দানে এক জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা কমরেড আরসেদআলী চৌধুরী সভায় নভেম্বর দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কমরেড সত্যমিত্র বলেন যে রুশ বিপ্লব দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে! তাই দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণী এই দিবসটিকে স্মরণীয় ভাবে পালন করে। বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও এস, ইউ, সি নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী—নবেম্বর বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য্য এবং আমাদের দেশে এই দিবসের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে বক্তৃতা করেন। তিনি কংগ্রেসী সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে গত ৫ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসী সরকার এমন একটি কাজও জনতার জন্য করেন নাই; যার ফলে জনতার বর্তমান সরকারের প্রতি মোহ থাকবে। তাই বর্তমানে কংগ্রেসী সরকারকে উৎখাত করবার জন্য জনতাকে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এরপর বক্তৃতা করেন এস,ইউ, সি'র বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড ফটিক ঘোষ—তিনি নভেম্বর দিবস উৎযাপন উপলক্ষে বলেন—আমরা এই দিবসটি বিশেষভাবে পালন করি। কারন যখন দেশী এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের সমস্ত দুনিয়ায় নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণী যখন মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন সর্ব্বপ্রথম রুশিয়ার শোষিত শ্রেণী সশস্ত্র বিপ্লব মারফৎ জারতন্ত্রকে উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণীর রাজ কায়েম করেছিল। সেইজন্য প্রতি দেশের শোষিত মানুষ আগ্রহ ভরে এই দিবসটিতে শপত গ্রহণ করে,—নবেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও পথ স্মরণ করে। পরিশেষে কমরেড ঘোষ এস, ইউ, সির নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতি তার ভাষনে বলেন যে—রুশিয়ার যেমন শোষিত শ্রেণী তার দলের মারফৎ সশস্ত্র বিপ্লব করে জনতার রাজ কায়েম করেছিল, আমাদের দেশেও শোষিত শ্রেণীকে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করে সশস্ত্র বিপ্লব মারফৎ পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকারকে উৎখাত করতে হবে, প্রকৃত জনরাজ কায়েম করতে হবে। সভায় ছাত্রনেতা অনিল সেন, শ্রমিক সংগঠক কমরেড মোঃ হায়দর আলী, রমাপদ রায় চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

# আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের ঐক্য দেশে দেশে বিজয়ী হউক

# ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সি, পি, ডবলিউ, ডি, শ্রমিকের জয়লাভ

( নিজস্ব সংবাদদাতা )

সিন্ধ্রি (মানভূম) ৬ই নভেম্বর

সেণ্ট্রাল পি, ডবিলিউ, ডি-র ৩৭ জন শ্রমিককে গত ১৬ই অক্টোবর ছাঁটাইয়ের নোটীশ জারী করা হয়। এই ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ করিয়া সি, পি, ডবিলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়ানের সিন্ধ্রি শাখা কতৃপক্ষের সহিত আলোচনা করেন এবং ছাঁটাই প্রত্যাহারের দাবী জানান। কিন্তু কতৃপক্ষ ছাঁটাই করিতে বদ্ধপরিকর থাকায় ইউনিয়ান, শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় ছাঁটাই বন্ধের দাবীতে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইউনিয়ানের সিদ্ধান্তানুযায়ী গত ২৬শে অক্টোবর হইতে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র তিনজন শ্রমিক যথাক্রমে শ্রীনিখিল ভট্টাচার্য্য, পি, চ্যাটার্জি এবং জগা রাও অনশন ধর্মঘট সুরু করেন এবং গত ২৭শে অক্টোবর ইউনিয়ানের আহ্বানে সিন্ধ্রী সি, পি, ডবলিউ, ডি-র সমস্ত শ্রমিক এক দিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট পালন করেন। এই ধর্মঘটে প্রায় ৫০০ শত শ্রমিক যোগদান করেন। এই ধর্মঘটের ফলে সিন্ধ্রীতে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে—এমন কি বিদ্যুৎ ও জলসরাবরাহ পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে। সিন্ধ্রীর সমস্ত শ্রমিক বিশেষ করিয়া সার উৎপাদন কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এই ধর্মঘটের পক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। ইতিমধ্যে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র উচ্চতর কতৃপক্ষের সহিত ইউনিয়ানের আপোষ মীমাংসার জন্য আলোচনা সুরু হয় এবং সি, পি, ডবলিউ, ডি-র শ্রমিক ইউনিয়ানের বিহার শাখার সভাপতি কমরেড প্রীতীশ চন্দ শ্রমিকদের দাবী দাওয়া লইয়া কতৃপক্ষের সহিত আলোচনায় যোগদান করেন। ইউনিয়ানের তরফ হইতে ১১টী দাবী পেশ করা হয় যাহার মধ্যে ছাঁটাই বন্ধ ও উপরোক্ত ৩৭ জন শ্রমিকের পুনর্ব্বহাল দাবী সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এই প্রধান দাবীকেই কতৃপক্ষ মানিতে অস্বীকার করায় ২৬ ও ২৭শে তারিখের আপোষ আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং ইউনিয়ানের তরফে কমরেড প্রীতিশ চন্দ আলোচনা বৈঠক পরিত্যাগ করেন। এই অবস্থায় ২৮শে অক্টোবর রবিবার সিন্ধ্রী বাজারের ময়দানে সিন্ধ্রী সি, পি, ডবলিউ, ডি, মজদুর ইউনিয়ানের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা কমরেড প্রীতিশ চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং কতৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় আলোচিত হয়। এই সভায় ছাঁটাই বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অনশন ধর্মঘট চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আরও স্থিরিকৃত হয় যে শ্রমিকদের দাবী স্বীকৃত না হইলে ব্যপক ধর্মঘট আহ্বান করা হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কতৃপক্ষের সহিত কোন মীমাংসা না হওয়ায় অনশন ধর্মঘট চলিতে থাকে এবং অষ্টম দিবস হইতে অনশনকারীদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। অনশন ধর্মঘটের দশম দিবস রাত্রিতে একজন অনশনকারীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ায় শ্রমিকদের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং কতৃপক্ষ পুনরায় আলোচনা সুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই অনুযায়ী—অনশন ধর্মঘটের একাদশ দিবসে (৫ই নভেম্বর) ইউনিয়ানের সহিত কতৃপক্ষের এক আলোচনা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র স্থানীয় কতৃপক্ষ ব্যতীত ফারটিলাইজার ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার, ধানবাদের রিজিউন্যাল লেবার কমিশনার, এডিশন্যাল ডেপুটী কমিশনার, এস, ডি, ও, প্রভৃতি উচ্চ স্থানীয় সরকারী অফিসার এবং ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড প্রীতিশ চন্দ যোগদান করেন। তিন ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার পর ইউনিয়ানের সহিত কতৃপক্ষ এক মীমাংসায় উপনীত হন। মীমাংসার সর্ত্তানুসারে স্থির হয় যে কতৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের আদেশ এক মাসের জন্য স্থগিত রাখিবেন এবং ইতিমধ্যে ৩৭ জন শ্রমিককে কাজে পুনর্ব্বহালের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন এবং ইউনিয়ানের ৩জন শ্রমিকের একাদশ দিবস ব্যাপী অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করিবেন। চুক্তি অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট ও একদিনের সাধারণ ধর্মঘটের জন্য কোন শ্রমিককে শাস্তি দেওয়া হইবে না। অন্যান্য দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র উচ্চতম কতৃপক্ষের সহিত আলোচনা হইবে। এই চুক্তি অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট ৫ই নভেম্বর ১২ ঘটিকায় প্রত্যাহার করা হয়। অনশন ধর্মঘটীদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় তাহাদের চীকিৎসার্থে হাসপাতালে প্রেরিত হয়। ঐ দিনই বিকালে সমস্ত শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় এই আপোষ মীমাংসাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয়। সরকারী শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ব্যাপক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র সিন্ধ্রী শাখার শ্রমিকেরা এইভাবে সংগ্রাম চালাইয়া সাময়িকভাবে জয়লাভ করিয়াছে।

## বামপন্থীদের প্রতি কমরেড নারসিং সিংএর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান

গত ৩রা নভেম্বর ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হাওড়া জিলা কমিটির উদ্যোগে পাঁচ ঘটিকায় বেলুড় ময়দানে বেলা ৪টায় সহস্রাধিক শ্রমিকের এক বিরাট জন সভা 'আগামী নির্বাচন ও জনগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য' কমরেড সিউপূজন সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় এস, ইউ, সির হাওড়া জেলার বিশিষ্ট শ্রমিক সংগঠন কমরেড নারসিং সিং আগামী নির্বাচণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে কংগ্রেস গত চার বছরে দেশের কোন সমস্যারই সমাধাণ করিতে না পারিয়া লুপ্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনের জিগীর তুলিয়াছে। ইহার যোগ্য উত্তর জনসাধারণকেই দিতে হইবে। সমস্ত সত্যিকারের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠণ করিয়া একদিকে যেমন কংগ্রেসকে চূড়ান্ত জবাব দিতে হইবে অন্যদিকে কংগ্রেসের মদতপুষ্ট সম্পন্ন ধনিক মালিক শ্রেণীর অন্যান্য দালাল দলগুলির যথা কৃষক-মজদুর-প্রজা-দল, জয়প্রকাশের সোস্যালিষ্ট পার্টি ও সাম্প্রদায়িক দলও প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া মেহন্তী জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণকারী বামপন্থীদের ঐক্য গড়িতেই হইবে।

সভায় এস, ইউ, সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ আগামী নির্বাচনে জনগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসনের ধণিক চরিত্র ব্যখ্যা প্রসঙ্গে শোষণ মূলক রাষ্ট্র ও সরকারের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যাহাতে মুনাফা শিকারীর দল, যেনামেই হোক না কেন নির্বাচনে জয় লাভ করাতে না পারে তার জন্য মহল্লায়, বস্তিতে, কলকারখানায় শ্রমজীবীদের গণ-কমিটি গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করেন।

সভায় এস, ইউ, সির হাওড়া জিলা সম্পাদক কমরেড উৎপল রায় রবি বসু, প্রমুখ শ্রমিক নেতৃ বৃন্দ বক্তৃতা করেন।

কমরেড সভাপতি সত্যিকারের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হইতে এবং জনসাধারণকে বিভেদকারীদের সর্বপ্রকার সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসকে আগামী নির্বাচনে পরাজিত করার শপথ লইতে আহ্বান জানান।

পড়ুন
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের
ইংরাজী মুখপত্র
**Socialist Unity**
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

## আগামী ২৩শে—২৫শে নভেম্বর 'সুইসা'য় শীতকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

আগামী ২৩শে হইতে ২৫শে নভেম্বর বিহার প্রাদেশিক কমিটির উদ্যোগে সুইসা'য় ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সভ্য ও সমর্থক কর্মীদের জন্য শীত কালীন রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির (winter school of politics) অনুষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষা শিবির পরিচালনার জন্য এস, ইউ, সি, আই, এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, প্রীতিশ চন্দ, শংকর সিং, হীরেন সরকার প্রমুখ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৩শে সকালে 'সুইসা' পৌছিবেন।

পঃ বঃ, হইতে কমরেড রথীন সেন, রবি বসু, অবনী ঘোষাল, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ;

উড়িষ্যা হইতে কমরেড গগন বিহারী, পট্টনায়ক, রামানন্দ মিশ্র, যুগল কিশোর মহান্তি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ; যুক্তপ্রদেশ হইতে কমরেড নারসিং সিং, সিউপূজন সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং বিহার হইতে কমরেড রামবদন রায় উমাশঙ্কর প্রসাদ, সাধুচরণ ব্যাণার্জী অনিল সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শিক্ষা শিবিরে বিশেষ অংশ গ্রহণ করবেন।

এই শিক্ষা শিবিরে প্রায় দুই শত কর্মীও সংগঠক যোগদান করিবেন।

বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের নির্দ্দেশ নামায় পাওয়া যাইবে।

যাবতীয় সংবাদ ও বিবরণীর জন্য কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ ১৩, যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ চিৎপুর লেন, হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।